ক্রেডিট অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট

(COM)

AIBB-এর জন্য

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024

Do not copy or share this material; the author worked hard on it and holds the copyright.

Edited By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
MBL Asset Management Limited
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 250Tk.

For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01917298482

MetaMentor Center

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিস্তারিত	পৃষ্ঠা নং
১	মডিউল A: *ঋণ এবং অগ্রিম পরিচিতি*	৪-১৭
২	মডিউল বি: *শব্দ ঋণ এবং ঋণ প্রক্রিয়া এবং তদন্ত নীতি*	১৮-৩৩
৩	মডিউল সি: *টার্ম লোন এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং*	৩৪-৪৮
৪	মডিউল ডি: *ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা*	৪৯-৫৮
৫	মডিউল ই: *ঋণ প্রতিবেদন এবং প্রশাসন*	৫৯-৬৭
৬	মডিউল F: *ঋণ এবং এনপিএল ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান এবং অনুসরণ*	৬৮-৭৬
৭	মডিউল জি: *লিজিং এবং ভাড়া ক্রয়*	৭৭-৮৫
৮	*সংক্ষীপ্ত টীকা*	৮৬-৯৯
৯	*বিগত বছরের প্রশ্ন*	১০০-১০৪

MetaMentor Center

Syllabus

Module A: Introduction of Loans and Advances

- Credit / Loans and Advances, Type of Borrowers and Loans & Advances, Customer-Banker Relationship, Loan/Credit facility Application Process. Credit Planning, Policy and Procedures, Credit Cycle (Investigation to Exit out), Features of a Good Credit Policy, features of a centralized credit model and Branch Based Banking Model- Differences, Pros and cons of the models, Qualities of a Good borrower, Features of a Good credit proposal.
- Features of Consumer credit, CMSME financing and Agricultural credit, Corporate Finance, Refinancing Scheme, Funded and Non-funded Commitment, Trade financing, Offshore Financing, Syndicated Financing, Project Financing.

Module B: Principles of Sound Lending and Credit Process & Investigation

- Principles of Sound Lending, Client Induction and Selection, Five Cs/Five Rs/CAMPARI etc.
- Importance of Understanding of Borrower's Business and its operations, Loan Interviewing, Justification of financing requirements, Importance of Site visit of Borrower and collateral, Sources of Investigation, CIB Analysis, Credit Rating of Borrowers from ECAIs, Identifying the credit risk and its mitigations, valuation of security and its procedure.
- Analysis of Financial statements and Financial Ratios.
- Internal Credit Risk Rating System (ICRRS) - Concept and Techniques- Quantitative and Qualitative Criterion of Rating.
- Single Borrower Exposure, Loan Pricing and Risk Premium, Loan Structuring, Industry analysis, Analysis of Priority and Discourage sectors.

Module C: Term Loan and Working Capital Financing

- Appraisal of Term Lending Cases: Technical Aspect, Marketing Aspect, Organizational Aspect, Financial Aspect, Economic Aspect and Social & Environmental Aspect - Cost of the Project and Means of Financing - Capital Structure and WACC - Capital Budgeting Techniques: Payback Period, ARR, NPV, Internal Rate of Return (IRR), Sensitivity Analysis etc.
- Cost-Volume-Profit (CVP) Analysis - Margin of Safety and Break-Even Point Analysis – Graphical and Arithmetical Approach.
- Concept of Working Capital, Working Capital Assessment - Components of WC Requirements and Operating Cycle – Assessment Techniques as per Bangladesh Bank Circular and Allowable Bank Financing Limit.

MetaMentor Center

Module D: Credit Risk Management

- Bangladesh Bank Guidelines and Regulations for CRM, Quantitative and Qualitative Analysis, Symmetric and Asymmetric Information analysis, Management Actions Triggers, Risk Matrix, Decision Making, Covenants and Conditions, Loan Sanctioning.

Module E: Credit Documentation and Administration

- Primary Security, Collateral Security, Basic Charge Documents, Personal Guarantee and Corporate Guarantee, Single and Joint Insurance coverage and Policy-Importance and Impacts of defective coverage.
- Methods Creation of Charges on Securities - Pledge, Hypothecation, Lien, Mortgage, Assignment and Set Off, Further Charge, Second Charge and Pari-Passu Charge – Negative Lien.
- Documents and Documentation - Charge and Mortgage Documents - Impact of Defective Documents, Legal Aspects of Security and Documentation.

Module F: Supervision and Follow-up of Loans and NPL Management

- Supervision, Follow-up and Monitoring Techniques of Loans, Monitoring borrower's account, security, stocks, Periodical Inspection, Uses of Loan Fund, Ensuring timely repayment of loans.
- Identifying Non-Performing Loans, Causes and Management, Early Alert Process, Exit strategy, Basis for loan classification, Interest suspense and base for provision.
- Classification and Provisioning of Loans as per Bangladesh Bank Circulars – Rescheduling and Restructuring of Classified Loans and write off.
- Call back procedures of Loans, Steps for recovery against different type of securities.
- Recovery Strategies of Loans: Legal and Non-legal Aspects - Legal Aspects Relating to Filling of Suits, Process and Procedures for filling of Law Suits and execution of decrees, Types of Law suits for recovery.
- Process and Procedures of Written off for defaulted loans and its recovery strategy.

Module G: Leasing and Hire Purchase

- Financing Against Lease Forms of Lease Financing – Economics of Leasing-Financing against Hire Purchase Agreements – Relative Merits of Leasing Finance and Hire Purchase Finance from Customer's and Lending Bank's Point of View.

MetaMentor Center

মডিউলে এ:
ঋণ এবং অগ্রিম পরিচিতি

প্রশ্ন-০১. ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা কত প্রকার?

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাংকগুলির বিভিন্ন ধরণের ঋণগ্রহীতা রয়েছে:

১. **ব্যক্তি:** বাড়ি, যানবাহন, শিক্ষা, বা চিকিৎসা খরচের মতো ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য মানুষ ঋণের ধারসন্ত হয়।
২. **ছোট ব্যবসা:** উদ্যোক্তা এবং তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ নেয়।
৩. **বড় ব্যবসা:** বিনিয়োগ, ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বা বড় প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য সংস্থাগুলি ঋণ নেয়।
৪. **কৃষি খাত:** কৃষি ব্যবসা শস্য চাষ, যন্ত্রপাতি ক্রয় বা কৃষি পদ্ধতির উন্নতির জন্য ঋণ গ্রহণ করে।
৫. **সরকার:** সরকার জনসাধারণের অবকাঠামো প্রকল্প এবং উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়।
৬. **বেসরকারী সংস্থা (এনজিও):** কিছু এনজিও তাদের সামাজিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়ন করার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়।

ব্যাংকগুলি তাদের আর্থিক এবং জামানতের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ঋণগ্রহীতার ঋণযোগ্যতা মূল্যায়ন করে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-০২। বর্তমানে বাংলাদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বারা প্রসারিত বিভিন্ন ধরনের ঋণ কি কি? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। BPE-96তম।

তহবিলযুক্ত ঋণ: ব্যাংক তহবিলের সরাসরি বহিঃপ্রবাহ জড়িত এবং এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

১. **ঋণ:** সংক্ষিপ্ত, মাঝারি এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া হয় যা কিস্তিতে বা এককভাবে পরিশোধযোগ্য।
২. **নগদ ঋণ:** কার্যকরী মূলধনের জন্য প্রদান করা হয়।
৩. **ওভারড্রাফ্ট:** একটি নির্দিষ্ট সীমা পরিমাণের বাইরে টাকা তোলার অনুমতি দেয়।
৪. **বিল ক্রয় এবং ছাড়:** রপ্তানি বিল ক্রয় বা ছাড় দিয়ে অগ্রিম গ্রহণ।

অন্যান্য ফান্ডেড সুবিধার মধ্যে রয়েছে কনজিউমার ঋণ, এসএমই ঋণ, সিন্ডিকেটেড লোন এবং লিজ ফাইন্যান্সিং।

নন-ফান্ডেড ঋণ: সরাসরি তহবিল বহিঃপ্রবাহ জড়িত নয় তবে অর্থায়নের সুবিধাগুলিতে পরিণত হতে পারে:

১. **ঋণ চিঠি:** ব্যাংক ক্রেতার পক্ষে বিক্রেতাকে অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়।
২. **ব্যাংক গ্যারান্টি:** গ্রাহক যেন দরপত্রে বিড জমা দিতে পারে তা নিশ্চিত করে।
৩. **ব্যাংক গ্যারান্টি:** ক্লায়েন্টের কর্মক্ষমতা গ্যারান্টি দেয় বা ক্ষতি পূরণ করে যদি ক্লায়েন্ট কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হয়।
৪. **বিলম্বিত পেমেন্ট গ্যারান্টি:** মূলধনী পণ্যের জন্য বিলম্বিত অর্থপ্রদানের শর্তাবলী প্রসারিত করে।
৫. **কাস্টম এবং আবগারি গ্যারান্টি:** আমদানি/রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক প্রদান বহন করে

প্রশ্ন-০৩. CL প্রতিবেদন অনুযায়ী ঋণের ধরন উল্লেখ করুন।

বাংলাদেশে, ঋণ প্রতিবেদন এজেন্সিগুলি ঋণকে বিভিন্ন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করে:

১. **ভোক্তা ঋণ:** এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ঋণ এবং অন্যান্য ধরনের ঋণ যা ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করে।
২. **ব্যবসায়িক ঋণ:** এই ধরনের ঋণ ব্যবসায়কে প্রসারিত করে যাতে তারা তাদের ইনভেন্টরি ক্রয় বা বিনিয়োগ সহজে করতে পারে।
৩. **কৃষি ঋণ:** কৃষির চাহিদা এবং গ্রামীণ উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য যে ঋণ সরবরাহ করে।
৪. **ক্ষুদ্র ঋণ :** নিম্ন আয়ের ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তাদের জীবিকা উন্নীত করার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে।
৫. **এসএমই ঋণ:** ব্যবসায়িক বৃদ্ধি এবং বিকাশের সুবিধার্থে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে এসএমই ঋণ প্রদান করে।
৬. **রপ্তানি ঋণ:** আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণ করতে এবং বিশ্বব্যাপী তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের সাহায্য করে।

এই ঋণের ধরনগুলি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৪। বিভিন্ন ধরনের তহবিল/ funded ঋণ কি?

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে তহবিলকৃত ঋণ বলতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের ঋণ কে বোঝায়।

বিভিন্ন ধরনের ঋণ:

১. **ব্যক্তিগত ঋণ:** এই ঋণ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত খরচের জন্য প্রদান করা হয়, যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা, বাড়ি বা যানবাহনের মতো সম্পদ ক্রয়ের জন্য।

২. **ব্যবসায়িক ঋণ:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসায়িক মূলধন, ব্যবসা সম্প্রসারণ, সরঞ্জাম ক্রয় প্রকল্পের জন্য ঋণ প্রদান করে।

৩. **কৃষি ঋণ:** কৃষক এবং কৃষি ব্যবসায়, কৃষি পদ্ধতি উন্নত করতে, বীজ, সার বা আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে ঋণ দেয়।

৪. **শিল্প ঋণ:** শিল্পগুলি নতুন উৎপাদন ইউনিট স্থাপন, বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়ন করতে বা প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করতে ঋণ করতে পারে।

৫. **বাণিজ্য অর্থায়ন:** ব্যাংকগুলি ঋণ, রপ্তানি/আমদানি অর্থায়ন এবং বাণিজ্য-সম্পর্কিত পরিষেবাগুলির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর করার জন্য ঋণ প্রদান করে।

৬. **সরকারি ঋণ:** সরকার সরকারি প্রকল্প ও উদ্যোগের অর্থায়নের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তহবিল ধার করে।

অর্থায়নকৃত ঋণ বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে সহায়তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন চালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-০৫। ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্কের শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, ব্যাংকার এবং গ্রাহকের মধ্যে কিছু সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করুন। BPE-97 তম।

ব্যাংকার এবং গ্রাহকের মধ্যে সাধারণ সম্পর্ক:

১. **দেনাদার এবং পাওনাদার সম্পর্ক:** যখন গ্রাহক তার ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা করে তখন সে ব্যাংকের পাওনাদার হয়ে যায়। ব্যাংক দেনাদার হয়।

২. **প্রতিনিধির সম্পর্ক:** এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একটি সত্তা আইনত অন্যকে তার পক্ষে কাজ করার জন্য নিয়োগ করে।

৩. **ট্রাস্টি এবং সুবিধাভোগী সম্পর্ক:** একজন ট্রাস্টি সুবিধাভোগীর জন্য সম্পত্তি রাখে এবং এই সম্পত্তি থেকে অর্জিত লাভটি সুবিধাভোগীর অন্তর্গত।

৪. **জামিনদার এবং জামিনদারের সম্পর্ক:** যদি একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই চুক্তির মালামালের দখলে থাকে তবে সেগুলিকে জামিনদার হিসাবে ধরে রাখে।

৫. **ইজারাদার-পাট্টাধারী সম্পর্ক :** যখন একজন গ্রাহক ব্যাংক থেকে একটি নিরাপদ আমানত লকার ভাড়া করেন তখন ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক হয় ইজারাদার এবং ইজারাদারীর।

৬. **মর্টগেজর-মর্টগেজি:** হস্তান্তরকারীকে মর্টগেজর বলা হয় হস্তান্তর গ্রহিতাকে মর্টগেজি বলা হয়।

ব্যাংকার এবং গ্রাহকের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক:

১. **চেক অনার করার জন্য সংবিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা:** একজন ব্যাংকারের দায়িত্ব হচ্ছে একজন গ্রাহকের প্রদান করা চেক যথাযত সম্মান করা যতক্ষণ তার হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল থাকে এবং চেকগুলি ওভারড্রাফ্টের সীমার মধ্যে থাকে।

২. **গ্রাহকের হিসাবের গোপনীয়তা বজায় রাখা ব্যাংকারের দায়িত্ব:** একজন ব্যাংকার তার গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য অন্য গ্রাহক বা অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রকাশ করা হতে বিরত থাকবেন।

৩. **আনুষঙ্গিক চার্জের সুদ দাবি করার অধিকার:** একজন ব্যাংকার তার গ্রাহকদের দেওয়া অগ্রিমের জন্য সুদ নেওয়ার অধিকার রাখে।

৪. **ব্যাংকারের লিয়েন:** গ্রাহকের ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত লিয়ানের বিষয়বস্তু ধরে রাখা একজন ব্যাংকারের অধিকার।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৬. একটি অবহিত ঋণ সিদ্ধান্তের জন্য অনুসরণ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ উল্লেখ করুন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ঋণগ্রহীতা এবং ঋণদাতা উভয়ের জন্যই একটি অবহিত ঋণ সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কিছু পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১. **আর্থিক মূল্যায়ন:** ঋণ গ্রহীতার আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন করা যা তাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বোঝতে সহায়তা করবে।

২. **ঋণ ইতিহাস:** ঋণ গ্রহীতার ঋণ ইতিহাস পরীক্ষা করা যার মধ্যে রয়েছে পূর্ববর্তী ঋণ এবং ঋণ কার্ড ব্যবহার, এর মাধ্যমে তাদের ঋণযোগ্যতা মূল্যায়ন করা।

৩. **ঋণের উদ্দেশ্য:** ঋণগ্রহীতার যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য ঋণ প্রয়োজন এবং এটি তাদের আর্থিক লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করা।
৪. **জামানত মূল্যায়ন:** যদি ঋণে জামানতের প্রয়োজন হয় তাহলে এর মূল্য নির্ধারণ করা এবং বৈধতা যাচাই করা।
৫. **ঝুঁকি বিশ্লেষণ:** ঋণগ্রহীতা এবং তারা যে শিল্পে জড়িত তার সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি বিশ্লেষণ করা।
৬. **শর্তাবলী:** সুদের হার, পরিশোধের সময়সূচী এবং জরিমানা সহ ঋণ এর শর্তাবলী স্পষ্টভাবে ব্যাখা করা।
৭. **নিয়ন্ত্রক সম্মতি:** বাংলাদেশে ঋণ প্রদানের চর্চা নিয়ন্ত্রণকারী প্রাসঙ্গিক আইন ও প্রবিধানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করা।
৮. **প্রতিবেদন:** সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করুন এবং ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহে রাখুন।

এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে ঋণদাতারা ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং ঋণের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

প্রশ্ন-০৭। বিকেন্দ্রীভূত ঋণ (শাখা/আরএম) এর তুলনায় কেন্দ্রীভূত ঋণ ব্যবস্থাপনার সুবিধা কী ?

১. **ধারাবাহিকতা:** কেন্দ্রীভূত ঋণ ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করে যে ঋণ নীতি এবং সিদ্ধান্তগুলি সব শাখায় ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
২. **দক্ষতা:** একটি কেন্দ্রীভূত পদ্ধতির সাথে ঋণ সিদ্ধান্তগুলি বিশেষায়িত দলগুলি দ্বারা ব্যাপক জ্ঞানের সাথে নেওয়া হয় যা আরও সঠিক মূল্যায়নের দিকে পরিচালিত করে এবং ঋণের ঝুঁকি হ্রাস করে।
৩. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** কেন্দ্রীকরণ আরও ভাল ঝুঁকি বিশ্লেষণের অনুমতি দেয় কারণ ঋণ সিদ্ধান্তগুলি ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা এবং ঋণ ইতিহাসের একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে।
৪. **খরচ দক্ষতা:** ঋণ প্রক্রিয়া কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে, ব্যাংকগুলি বিভিন্ন খরচ হ্রাস করতে পারে এবং প্রশাসনিক খরচ কমাতে পারে।
৫. **তথ্য বিশ্লেষণ:** কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ব্যাপক তথ্য বিশ্লেষণের সুবিধা দেয়, ব্যাংকগুলিকে ঋণের প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং তথ্য-চালিত অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
৬. **দ্রুত সিদ্ধান্ত:** কেন্দ্রীভূত ঋণ ম্যানেজমেন্ট দ্রুত অনুমোদন, গ্রাহকের অভিজ্ঞতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা উন্নত করে।
৭. **সম্মতি:** একটি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং শিল্প জুড়ে নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা এবং প্রতিবেদন মানকে আরও ভালভাবে মেনে চলার নিশ্চিয়তি প্রদান করে।

প্রশ্ন-০৮। কেন্দ্রীভূত এবং শাখা-ভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। BPE-97 তম।

	কেন্দ্রীভূত ঋণ মডেল	শাখা ভিত্তিক ঋণ মডেল
সংজ্ঞা	একটি কেন্দ্রীভূত মডেলে ঋণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে প্রধান কার্যালয়ে নেওয়া হয়।	শাখা-ভিত্তিক মডেলের মধ্যে রয়েছে পৃথক শাখা স্তরে ঋণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া।
সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ	সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ একটি কেন্দ্রীয় ঋণ কমিটির সাথে থাকে ও ঋণ মূল্যায়নে অভিন্নতা নিশ্চিত করে।	শাখা ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব রয়েছে যা আরও স্থানীয় এবং প্রসঙ্গ-নির্দিষ্ট মূল্যায়নের অনুমতি দেয়।
দক্ষতা	কেন্দ্রীকরণ প্রবর্তকদের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে।	শাখা-ভিত্তিক মডেলগুলি স্থানীয় বোঝাপড়ার কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।
ঝুকি ব্যবস্থাপনা	কেন্দ্রীভূত মডেলগুলি অভিন্ন ঋণ নীতি এবং ঝুঁকি মূল্যায়নের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে উন্নত করে।	স্থানীয় বাজার পরিস্থিতি এবং বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে শাখা-ভিত্তিক মডেলগুলির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় তারতম্য থাকতে পারে।
নমনীয়তা	স্থানীয় সূক্ষ্মতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সীমিত নমনীয়তা কারণ সিদ্ধান্তগুলি কেন্দ্রীভূত নীতি দ্বারা চালিত হয়।	স্থানীয় অর্থনৈতিক অবস্থা এবং গ্রাহকের আচরণের সাথে বৃহত্তর অভিযোজনযোগ্যতা, নমনীয়তার জন্য অনুমতি দেয়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৯। একজন ভালো ঋণগ্রহীতার গুণাবলী উল্লেখ করুন।

১. **ভাল ঋণ ইতিহাস:** ঋণদাতাদের সাথে বিশ্বাস গড়ে তোলে এবং সময়মতো ঋণ পরিশোধের ইতিহাস দেখায়।

২. **স্থিতিশীল আয়:** ঋণ পরিশোধে সহায়তা করার জন্য আয়ের একটি স্থির এবং পর্যাপ্ত উৎস বজায় রাখে।
৩. **নিম্ন ঋণ-থেকে-আয় অনুপাত:** তাদের আয়ের তুলনায় ঋণের একটি পরিচালনাযোগ্য স্তর রয়েছে যা অতিরিক্ত ঋণ পরিচালনা করার আরও ভাল ক্ষমতা নির্দেশ করে।
৪. **স্বচ্ছ আর্থিক অবস্থা:** তাদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট এবং নির্ভুল তথ্য প্রদান করে যা ঋণদাতাদের ঋণযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে সক্ষম করে।
৫. **জামানত বা গ্যারান্টি:** ঋণকে সুরক্ষিত করার জন্য উপযুক্ত জামানত বা গ্যারান্টি প্রদান করে যা ব্যাংককে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়।
৬. **দায়িত্বশীল আর্থিক আচরণ:** দায়িত্বশীল আর্থিক ব্যবস্থাপনা করে এবং ঋণে খেলাপি হওয়া এড়িয়ে যায়।
৭. **স্পষ্ট উদ্দেশ্য:** ঋণের উদ্দেশ্য এবং কীভাবে এটি তাদের আর্থিক পরিস্থিতিকে উপকৃত করবে তা স্পষ্টভাবে জানায়।

প্রশ্ন-10। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে এসএমই ফাইন্যান্স/ঋণ সংজ্ঞায়িত করুন এবং বুস্টার সেক্টরগুলি উল্লেখ করুন । আপনি কি একমত যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে?

SME ফাইন্যান্স/ঋণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুসারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগকে (এসএমই) ঋণ প্রদানের আর্থিক পরিষেবাকে বোঝায়। এর লক্ষ্য ঋণের সহজ প্রাপ্যতা এবং ন্যায্য অনুশীলন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এসএমইগুলির পরিধি আরও সুদৃঢ় করা। এসএমই ফাইন্যান্সে বুস্টার সেক্টর হল নির্দিষ্ট শিল্প বা সেক্টর যা সরকার বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্রীভূত হতে সহায়তা এবং বিনিয়োগের জন্য চিহ্নিত করে। এই খাতগুলিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে এবং দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

হ্যাঁ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। এসএমই উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করে অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য এবং রপ্তানি আয়কে চালিত করে। উপরন্তু, এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করে, আঞ্চলিক উন্নয়ন বাড়ায় এবং আয়ের বৈষম্য কমায় যা তাদেরকে দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য করে তোলে।

প্রশ্ন-১১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কুটির, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (CMSME) অর্থায়নের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। BPE-96তম।

১. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি** : CMSME তে অর্থায়ন ক্ষুদ্র উদ্যোগের বৃদ্ধিকে সহজতর করে বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।
২. **দারিদ্র্য বিমোচন** : ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসা প্রসারিত করার জন্য ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে CMSME অর্থায়ন দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠেছে।
৩. **উদ্যোক্তা বৃদ্ধি** : আর্থিক সংস্থানগুলি উদ্যোক্তাতা উদ্ভাবনের সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে উৎসাহিত করে।
৪. **স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন** : CMSMEs, স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন চালনা করে গ্রামীন সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি বাড়ায়।
৫. **অন্তর্ভুক্তিমূলক:** CMSME-এর জন্য তৈরি করা অর্থায়ন নিশ্চিত করে যে জনসংখ্যার একটি বৃহত্তর অংশ অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে এবং লাভবান হয় যা আয় বৈষম্য হ্রাস করে।
৬. **বৈচিত্র্য এবং স্থিতিস্থাপকতা** : CMSME-কে সমর্থন করা অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যকরণে অবদান রাখে যা সামগ্রিক অর্থনীতিকে বাহ্যিক ধাক্কাগুলির জন্য আরও স্থিতিস্থাপক করে তোলে।
৭. **তৃণমূলে উদ্ভাবন** : CMSME অর্থায়ন ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে এবং তাদের বাজার প্রতিযোগিতার উন্নতি করতে সক্ষম করে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-12। বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ঋণের প্রভিশনে কিছু পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু কিছু ব্যাংক অন্য কিছু ঋণকে এসএমই ঋণে অন্যায্য রূপান্তরের মাধ্যমে সংশোধিত ধারণা পরিমাপ করছে বলে জানা গেছে । এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন । এই অন্যায্য অবস্থা থেকে মুক্তি কিভাবে?

আমার মতে নির্দিষ্ট কিছু ব্যাংকের দ্বারা অন্য কিছু ঋণকে এসএমই ঋণে অন্যায্য রূপান্তর একটি উদ্বেগজনক। এটি এসএমই ঋণ পোর্টফোলিওর ভুল উপস্থাপনের দিকে পরিচালিত করে এবং আর্থিক প্রতিবেদনের সঠিকতাকে প্রভাবিত করে। ত্রাণ প্রদান এবং এই পরিস্থিতি সংশোধন করতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

১. **নিয়মিত অডিট:** ঋণ বিভাগগুলির কোনও ভুল শ্রেণীবিভাগ বা হেরফের সনাক্ত করতে নিয়মিত অডিট এবং পরিদর্শন পরিচালনা করতে হবে।
২. **কঠোর প্রতিবেদন:** ঋণের সঠিক শ্রেণীবিভাগ নিশ্চিত করতে কঠোর প্রতিবেদন মান এবং নির্দেশিকা প্রয়োগ করতে হবে।
৩. **স্বচ্ছ যোগাযোগ:** ব্যাংক এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্বচ্ছ যোগাযোগকে উৎসাহিত করুন যাতে কোনো অসঙ্গতি দ্রুত সমাধান করা যায়।
৪. **অ-সম্মতির জন্য জরিমানা:** এই ধরনের আচরণ রোধ করার জন্য অন্যায্য অনুশীলনে জড়িত থাকা ব্যাংকগুলির উপর জরিমানা আরোপ করা।
৫. **প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা:** যথাযথ ঋণ শ্রেণীবিভাগ এবং প্রতিবেদন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাংক কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা প্রোগ্রাম প্রদান করতে হবে।

এই পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ঋণের ন্যায্য ও সঠিক পরিমাপ নিশ্চিত করতে পারে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার সততা বজায় রাখতে পারে, স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি করতে পারে।

প্রশ্ন-১২ । এ দেশের উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসএমই ঋণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। জুন/2019

বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এসএমই ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১. **উদ্যোক্তা উন্নয়ন:** ঋণ অ্যাক্সেস উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাদের তাদের ছোট ব্যবসা শুরু এবং প্রসারিত করতে সক্ষম করে। এটি সৃজনশীলতা এবং উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করে তাদের ধারণাগুলিকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা দেয়।
২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** এসএমই বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী। ঋণ নিয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে তারা আরও বেশি কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে যার ফলে বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।
৩. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** দেশের জিডিপিতে এসএমই উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে। এটি অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনয়ন করে, আঞ্চলিক উন্নয়নে কাজ করে এবং সাপ্লাই চেইনকে শক্তিশালী করে।

এসএমই ঋণের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি গতিশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারবে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে।

প্রশ্ন-13। সুনির্দিষ্ট বিধান কি? ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিধানের ভূমিকা বর্ণনা কর। BPE-96 তম ।

সুনির্দিষ্ট বিধান হল একটি আর্থিক রিজার্ভ যা একটি নির্দিষ্ট ঋণ বা ঋণের সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণের জন্য ব্যাংক দ্বারা আলাদা করে রাখা হয়। এটি ঋণ ঝুঁকি কমানোর জন্য একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে বিশেষ করে যখন নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতার ঋণ মানের অবনতির লক্ষণ থাকে।

ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিধানের ভূমিকা:

১. **ঝুঁকি প্রশমন** : একটি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতির প্রভাব কমিয়ে দেয়।
২. **নিয়ন্ত্রক সম্মতি** : বিধান অনুসারে তহবিল আলাদা করে নিয়ন্ত্রক মানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে।
৩. **আর্থিক স্থিতিস্থাপকতা** : এ নীতিমালা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় এবং তাদের অপ্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি কমাতে সহায়তা দেয়।
৪. **স্টেকহোল্ডারদের আস্থা** : স্বচ্ছ এবং জোরালো বিধান অনুশীলন বিনিয়োগকারী এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ সহ স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আস্থা জাগিয়ে তোলে।

MetaMentor Center

৫. **সক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** : ঋণ ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে নীতিমালা তৈরি করে ব্যাংকগুলি সম্ভাব্য ঋণ খেলাপি পরিচালনা করার জন্য একটি সক্রিয় পদ্ধতি অবলম্বন করে।

৬. **টেকসই ব্যাংকিং:** সুষ্ঠ ব্যবস্থার অনুশীলনগুলি ব্যাংকিং সেক্টরের স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা প্রচার এবং পদ্ধতিগত ঝুঁকি হ্রাস অবদান রাখে।

প্রশ্ন-14। প্রভিশন কি? শ্রেণিবদ্ধ ঋণ ও অগ্রিমের অবস্থা নির্ধারণের ভিত্তি আলোচনা কর ।

প্রভিশনি বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি ঋণ এবং অগ্রিম ক্ষতি পূরণের জন্য ব্যাংক দ্বারা তহবিল আলাদা করে রাখাকে বোঝায়। বাংলাদেশে শ্রেণীবদ্ধ ঋণ ও প্রভিশন নির্ধারণের ভিত্তির মধ্যে রয়েছে:

১. **নিম্নমানের ঋণ:** অনিয়মিত পরিশোধকৃত ঋণ কিন্তু পুনরুদ্ধারের একটি যুক্তিসঙ্গত সুযোগ আছে এমন।

২. **সন্দেহজনক ঋণ:** উচ্চ ঝুঁকি ঋণ যেখানে পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা অনিশ্চিত।

৩. **খারাপ ঋণ:** অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকি সহ ঋণ এবং অপূরণীয় বলে মনে করা হয় সম্পূর্ণ প্রভিশনের প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলিকে অবশ্যই তাদের ঋণগুলি নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করতে হবে যাতে নন-পারফর্মিং লোনগুলি চিহ্নিত করা যায় এবং সেই অনুযায়ী তাদের শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। শ্রেণীবিভাগের উপর ভিত্তি করে তাদের অবশ্যই সুনির্দিষ্ট প্রভিশন বরাদ্দ করতে হবে যা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক সুস্থতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-15। আপনি কি মনে করেন বর্তমান সিস্টেমের বিধান পরিবর্তন করা উচিত? নিয়মিত ঋণ ও অগ্রিমের প্রভিশনের বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার কি কোনো পরামর্শ আছে? যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করুন।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে প্রভিশনের ব্যবস্থা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন কারণ ও বিবেচনার উপর নির্ভর করে। সিস্টেমটি উন্নত করার জন্য ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক এবং আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিধানের নিয়মগুলি নিয়মিত পর্যালোচনা এবং আপডেট করা। এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে যে নিয়মিত ঋণ থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণের জন্য ব্যাংকগুলির পর্যাপ্ত প্রভিশন রয়েছে। উপরন্তু, ঋণের গুণমান এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে প্রভিশন ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা হলে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা এবং স্থিতিস্থাপকতাকে উন্নত করে আরও সঠিক এবং বিচক্ষণ ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন-16. ঋণ পরিকল্পনা বলতে কি বুঝায়? ঋণ পরিকল্পনা বিবেচনা করা এবং অন্তর্ভুক্ত করা বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করুন। ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রমে ঋণ পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করুন। BPE-98th.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ঋণ পরিকল্পনা বলতে ঋণ প্রদান কার্যক্রমের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশলগত প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এটি বিভিন্ন গ্রাহকের ঋণ চাহিদা এবং উপযুক্ত ঋণ পণ্য ডিজাইন জড়িত। একটি ঋণ পরিকল্পনা বিবেচনা করার জন্য বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত:

১. **বাজার বিশ্লেষণ:** অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে ঋণের চাহিদা এবং সম্ভাব্য সুযোগ বোঝা।

২. **ঝুঁকি মূল্যায়ন:** ঋণগ্রহীতাদের ঋণযোগ্যতা মূল্যায়ন করা এবং বিভিন্ন ধরনের ঋণের সাথে যুক্ত ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করা।

৩. **গ্রাহক:** গ্রাহক বিভাগ এবং তাদের ঋণ প্রয়োজনীয়তা সনাক্ত করা।

৪. **ঋণের শর্তাবলী:** ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, পরিশোধের সময়সূচী এবং জামানত প্রয়োজনীয়তা সংজ্ঞায়িত করা।

৫. **নিয়ন্ত্রক সম্মতি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত ব্যাংকিং প্রবিধান এবং নির্দেশিকা মেনে চলা নিশ্চিত করা।

ঋণ পরিকল্পনার গুরুত্ব অর্থনীতির প্রয়োজনের সাথে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম সমন্বয় করার ক্ষমতা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টর এবং বিভাগে ঋণের অ্যাক্সেস প্রদান করে। একটি সুগঠিত ঋণ প্ল্যান ব্যাংকগুলিকে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে এবং ঋণ-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি প্রশমিত করে।

প্রশ্ন-১৭। শাখা এলাকা জরিপ বলতে কি বোঝ? শাখার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? অনুগ্রহ করে নিয়ে আলোচনা করুন।

শাখা এলাকা জরিপ বলতে শাখার ভৌগলিক এলাকার মধ্যে স্থানীয় বাজার এবং সম্ভাব্য গ্রাহকদের সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, প্রতিযোগীর উপস্থিতি এবং গ্রাহকের চাহিদা বোঝার সাথে জড়িত।

MetaMentor Center

শাখার জন্য একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য একটি শাখা এলাকা জরিপ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ:

১. **বাজার বোঝা:** এটি স্থানীয় বাজার সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে যা সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে ব্যাংককে তার পণ্য ও পরিষেবাগুলিকে তুলিতে সাহায্য করে।

২. **গ্রাহক বিভাজন:** এটি গ্রাহক বিভাগগুলি সনাক্ত করতে এবং গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে এবং ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত বিপণন কৌশলগুলি ডিজাইন করতে সহায়তা করে।

৩. **ঝুঁকি মূল্যায়ন:** এটি ব্যাংককে এলাকার সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং সুযোগগুলি মূল্যায়ন করে আরও ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম করে।

৪. **সম্পদ বরাদ্দ:** এটি কার্যকরভাবে সম্পদ বরাদ্দ করতে সাহায্য করে শাখার ক্রিয়াকলাপ হ্রাস করে এবং লাভজনকতা বাড়ায়।

ব্যাংকগুলি একটি শাখা এলাকা জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে সুপরিচিত এবং কার্যকর ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে যা স্থানীয় বাজারের প্রয়োজনীয়তার শাখা পরিচালনা এবং বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে।

প্রশ্ন-18। যখন একটি ঋণ প্রস্তাব অনুমোদিত ঋণ নীতির নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ না করে তবে আবেদনকারীকে ব্যাংকের শাখার জন্য সম্ভাব্য এবং উপকারী বলে মনে হয়, এমতো অবস্থায় আপনি কি করবেন?

যদি একটি ঋণ প্রস্তাব অনুমোদিত ঋণ নীতির নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ না করে তবে আবেদনকারীকে ব্যাংকের শাখার জন্য সম্ভাব্য এবং উপকারী বলে মনে হয় এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া যায়:

১. **বিশেষ বিবেচনা:** সমস্ত মানদণ্ড পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও ঋণ অনুমোদনের সম্ভাব্য সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করে শাখাটি উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বা ঋণ কমিটির কাছ থেকে বিশেষ বিবেচনায় চাইতে পারে ।

২. **ঝুঁকি প্রশমন:** ব্যাংক ঋণের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি কমানোর উপায়গুলি ব্যবহার করতে পারে যেমন অতিরিক্ত জামানত বা ঋণের শর্তাবলী সামঞ্জস্য করা।

৩. **ব্যক্তিগত সমাধান:** ব্যাংক আবেদনকারীর সম্ভাব্যতার সাথে আপস না করে ঋণের প্রস্তাবকে আরও ভালভাবে সমন্বয় করার জন্য আবেদনকারীর সাথে কাজ করতে পারে।

৪. **ক্লোজ মনিটরিং:** ঋণ অনুমোদিত হলে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার কর্মক্ষমতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং শর্তাবলী মেনে চলা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পর্যালোচনা পরিচালনা করে।

শেষ পর্যন্ত, লক্ষ্য হল আবেদনকারীদের সহযোগীতা করা এবং বাংলাদেশে ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষা করে ঋণ প্রদানের পদ্ধতির ভারসাম্য বজায় রাখা।

প্রশ্ন-19। নতুন নিয়োগ করা শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে, সমীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে, আপনাকে আপনার শাখার জন্য একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। জুন/2020, ডিসেম্বর/2017।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে একজন সদ্য পদায়ন করা শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে আমার ব্যবসায়িক পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং কার্যকরভাবে সেবা করা।

পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত:

১. **বাজার বিশ্লেষণ:** গ্রাহকের চাহিদা এবং শাখা এলাকায় অর্থনৈতিক প্রবণতা বোঝা।

২. **কাস্টমার সেগমেন্টেশন:** কাস্টমার সেগমেন্ট শনাক্ত করা এবং তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পণ্য ও পরিষেবা বাছাই করা।

৩. **পণ্য বৈচিত্র্যকরণ:** গ্রাহক আকৃষ্ট করার জন্য নতুন আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবা প্রবর্তন করা।

৪. **বিপণন কৌশল:** বিপনন বাড়াতে এবং গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে কার্যকর বিপণন প্রচারাভিযান বাস্তবায়ন করা।

৫. **গ্রাহক পরিষেবা শ্রেষ্ঠত্ব:** দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করতে এবং গ্রাহকের আনুগত্য নিশ্চিত করতে ব্যতিক্রমী গ্রাহক পরিষেবা প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করা।

৬. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার জন্য দৃঢ় ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রশমন অনুশীলন গ্রহণ করা।

৭. **কর্মচারী উন্নয়ন:** কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নে তাদের দক্ষতা এবং জ্ঞান বাড়াতে বিনিয়োগ করা।

এই ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শাখাটি ব্যাংকের বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সহায়তা করবে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-20। একটি ব্যাংকের গ্রামীণ শাখা খোলার আগে যে বিষয়গুলিকে মূলত বিবেচনা করতে হবে তা আলোচনা করুন। জুন/2019, ডিসেম্বর/2016।

একটি ব্যাংকের গ্রামীণ শাখা খোলার আগে এর সাফল্য এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য কয়েকটি অপরিহার্য বিষয় বিবেচনা করতে হবে:

১. **বাজারের চাহিদা:** গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংকিং পরিষেবার চাহিদা বিশ্লেষণ করা এবং সম্ভাব্য গ্রাহক এবং মূল্যায়ন করা।
২. **স্থানীয় জনসংখ্যা:** স্থানীয় জনসংখ্যার আর্থিক চাহিদা এবং পছন্দগুলি বুঝা।
৩. **অবকাঠামো:** রাস্তা এবং যোগাযোগ সুবিধার মতো মৌলিক অবকাঠামোর প্রাপ্যতা মূল্যায়ন করা।
৪. **প্রতিযোগী বিশ্লেষণ:** এলাকায় বিদ্যমান প্রতিযোগীদের এবং তাদের সনাক্ত করা।
৫. **নিয়ন্ত্রক সম্মতি:** একটি শাখা খোলার জন্য সমস্ত আইনি এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি নিশ্চিত করা।
৬. **স্টাফিং এবং প্রশিক্ষণ:** এমন কর্মীদের নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ দিন যারা স্থানীয় সংস্কৃতি বোঝেন এবং কার্যকরভাবে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সেবা করতে পারেন।
৭. **টেকনোলজি এবং কানেক্টিভিটি:** ব্যাংকিং কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য প্রযুক্তি এবং সংযোগের প্রাপ্যতা মূল্যায়ন করা।

এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে গ্রামীণ জনসংখ্যার আর্থিক চাহিদা মেটাতে ব্যাংককে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে এবং উপযোগী সেবা প্রদান করতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন-২১। শাখার সাফল্যের জন্য নির্বাচিত উদ্বোধনী শাখা ব্যবস্থাপকের যে গুণাবলী এবং দক্ষতা থাকা উচিত তা উল্লেখ করুন। জুন/2019, ডিসেম্বর/2016।

১. **নেতৃত্বের দক্ষতা:** লক্ষ্য অর্জন এবং চমৎকার গ্রাহক সেবা প্রদানের দিকে শাখাকে নেতৃত্ব ও অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা।
২. **গ্রাহক ফোকাস:** গ্রাহকের চাহিদা বোঝা এবং পূরণ করার জন্য দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করা এবং গ্রাহকের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা।
৩. **আর্থিক দক্ষতা:** শাখার লাভজনকতা চালনা করার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণে দক্ষতা।
৪. **যোগাযোগের দক্ষতা:** সমাধানের জন্য কর্মীদের এবং উচ্চতর ব্যবস্থাপনার সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা।
৫. **সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা:** প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার এবং উদ্ভাবনী সমাধান বাস্তবায়নের ক্ষমতা মূল্যায়ণ করা।
৬. **টিম বিল্ডিং:** একটি সুসংহত দল তৈরি করা যা ইতিবাচক কাজের পরিবেশ তৈরি করে।
৭. **অভিযোজনযোগ্যতা:** টেকসই সাফল্যের জন্য বাজারের পরিস্থিতি এবং শিল্পের প্রবণতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ইচ্ছা।
৮. **সম্মতি আনুগত্য:** নৈতিক অনুশীলন নিশ্চিত করতে ব্যাংকিং বিধি ও নীতির কঠোর আনুগত্য হওয়া।

প্রশ্ন-22। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দাও। ঋণগ্রহীতা নির্বাচন এবং ঋণ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপকের দায়িত্বের ভূমিকা তুলে ধরে। জুন/2020, ডিসেম্বর/2014।

ব্যাংকিং সেক্টরে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট বলতে একটি ব্যাংকের লোন এবং ইনভেস্টমেন্টের কৌশলগত ব্যবস্থাপনাকে বোঝায় যাতে ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করার সময় রিটার্ন হ্রাস করা যায়। এটি ব্যাংকের আর্থিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্পদের ভারসাম্যের সাথে জড়িত।

ঋণ পোর্টফোলিও বজায় রাখার জন্য ঋণগ্রহীতা নির্বাচন এবং ঋণ প্রক্রিয়াকরণে একটি শাখা ব্যবস্থাপকের ভূমিকা এবং দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

১. **ঋণগ্রহীতা নির্বাচন:** শাখা ব্যবস্থাপক ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ এবং ঋণ প্রদানের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
২. **ঋণ প্রক্রিয়াকরণ:** শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ আবেদন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করেন, নিশ্চিত করে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ঋণটি দক্ষতার সাথে এবং ব্যাংকের নীতি ও পদ্ধতির সাথে সম্মতিতে প্রক্রিয়া করা হয়েছে।

সঠিক ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের মাধ্যমে শাখা ব্যবস্থাপক একটি শক্তিশালী এবং ভাল-পারফর্মিং লোন পোর্টফোলিও তৈরিতে অবদান রাখে যা ব্যাংকের লাভজনকতা বৃদ্ধি করে এবং ঋণ ঝুঁকি হ্রাস করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-23। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী গ্রীন ব্যংকিং সংজ্ঞায়িত করুন। বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিবেশের প্রেক্ষাপটে গ্রিন ব্যাংকিংয়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরুন । 95th BDE.

গ্রীন ব্যাংকিং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুসারে ব্যাংকিং কার্যক্রমে পরিবেশগত এবং সামাজিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্তি বোঝায়। বাংলাদেশে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে গ্রিন ব্যাংকিংয়ের গুরুত্ব নিম্নলিখিত কারণে উল্লেখযোগ্য:

১. **জলবায়ু দুর্বলতা:** বাংলাদেশ বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরূপ প্রভাব যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঘূর্ণিঝড়ের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
২. **পরিবেশ সংরক্ষণ:** গ্রীন ব্যাংকিং পরিবেশ-বান্ধব এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগকে সমর্থন করে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচার করে।
৩. **টেকসই উন্নয়ন:** সবুজ প্রকল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংকগুলি দেশের টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখে এবং নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাবগুলি হ্রাস করে।
৪. **স্থিতিস্থাপকতা বিল্ডিং:** গ্রিন ব্যাংকিং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় এবং ব্যবসার উপকার করে।
৫. **বৈশ্বিক দায়বদ্ধতা:** গ্রিন ব্যাংকিংকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এবং বাংলাদেশের বৈশ্বিক দায়িত্ব পালনের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সাথে সমন্বয়।

প্রশ্ন-24। অনুগ্রহ করে আপনার ব্যাংক দ্বারা গৃহীত গ্রীনব্যাংকিং প্রকল্পের অর্থায়নের প্রোগ্রাম ব্যাখ্যা করুন। ডিসেম্বর-15, 19, জুন-17।

আমার ব্যাংক কে সমর্থন করার জন্য গ্রীন ব্যাংকিং প্রকল্পের অর্থায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এটি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং দক্ষতা প্রকল্পে অর্থায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তারা সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, শক্তি-দক্ষ আলো, এবং অন্যান্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উদ্যোগ সহ বিভিন্ন সবুজ প্রকল্পে তহবিল সরবরাহ করে। এটি অর্থায়ন নিশ্চিত করতে প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করে। সবুজ প্রকল্পে অর্থায়ন করে এটি পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহিত করে এবং কার্বন নিঃসরণ ও পরিবেশগত অবনতি কমাতে অবদান রাখে। এই উদ্যোগগুলি বাংলাদেশে সবুজ শক্তি এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকারের প্রচেষ্টার সাথে সমন্বয় যা দেশের জন্য একটি পরিষ্কার এবং আরও স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যতে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-25। কৃষি ঋণের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশে কৃষি ঋণের ভূমিকা আলোচনা কর। কৃষি ঋণ: 2015, 2016 বা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি ঋণের গুরুত্ব। জুন/2022।

কৃষি ঋণ বলতে কৃষক এবং কৃষি ব্যবসাকে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তাকে বোঝায়। যার মধ্যে শস্য চাষ, পশুপালন এবং কৃষি বিনিয়োগ রয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃষি ঋণের গুরুত্ব নিম্নরূপ:

১. **কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** এ ঋণ কৃষকদের আধুনিক কৃষি কৌশল, মানসম্পন্ন বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতি, উৎপাদনশীলতা এবং ফলন বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করতে দেয়।
২. **খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা:** কৃষি ঋণ কৃষকদের উৎপাদন খরচ মেটাতে সাহায্য করে যা দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাওয়ানোর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে।
৩. **কৃষকদের ক্ষমতায়ন:** ঋণ কৃষকদের ক্ষমতায়ন করে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ধারকদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।
৪. **স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানো:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বাজারের ওঠানামার মতো চ্যালেঞ্জিং সময়ে কৃষি ঋণ কৃষকদের সহায়তা করে তাদের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে।

MetaMentor Center

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কৃষি ঋণ অপরিহার্য। এটি স্থিতিশীল ও খাদ্য-পর্যাপ্ত জাতি নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-২৬। উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি ঋণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সামগ্রিক জিডিপি অর্জনের উপর এটি যে প্রভাব রাখে তা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন। ডিসেম্বর/2017।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। দেশের সামগ্রিক জিডিপি অর্জনের উপর এটির প্রভাব রয়েছে:

১. **বর্ধিত কৃষি উৎপাদনশীলতা:** এ ঋণ কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করতে সক্ষম করে যা উৎপাদনশীলতা এবং আউটপুটের দিকে পরিচালিত করে।
২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** উন্নত কৃষি উৎপাদনশীলতা আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্ব হ্রাস করে এবং আয়ের মাত্রা বাড়ায়।
৩. **রপ্তানি আয়:** উচ্চতর কৃষি উৎপাদন বাংলাদেশকে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে অবদান রাখে এবং জিডিপি বাড়ায়।
৪. **গ্রামীণ উন্নয়ন:** কৃষি ঋণ গ্রামীণ উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।
৫. **দারিদ্র্য হ্রাস:** বর্ধিত কৃষি আয় দারিদ্র্যের মাত্রা হ্রাস করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকাকে উন্নত করে।

কৃষি ঋণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে দেশকে উচ্চ জিডিপি অর্জন এবং টেকসই উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন-27। সিন্ডিকেটেড অর্থায়ন কি? এটা কিভাবে কাজ করে? BPE-96 তম, BPE-98th

সিন্ডিকেটেড অর্থায়ন হল একটি সহযোগিতামূলক তহবিল ব্যবস্থা যেখানে একাধিক ঋণদাতা যৌথভাবে একক ঋণগ্রহীতার জন্য তহবিল সরবরাহ করে। এটি একটি সমন্বয়কারী ব্যাংকের নেতৃত্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি গ্রুপকে জড়িত করে ঋণ দেওয়ার ঝুঁকি এবং এক্সপোজার ভাগ করে।

১. **সমন্বয়কারী ব্যাংকের ভূমিকা** : একটি সমন্বয়কারী ব্যাংক ঋণগ্রহীতার ঋণযোগ্যতা মূল্যায়ন করে এবং সম্ভাব্য ঋণদাতাদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়।
২. **ঝুঁকি ভাগাভাগি** : একাধিক ঋণদাতা সিন্ডিকেটে যোগদান করে মোট ঋণের পরিমাণে অবদান রাখে। এতে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঝুঁকি ছড়িয়ে পড়ে।
৩. **বৃহৎ-স্কেল প্রকল্প** : এটি বড় আকরের প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন, একীভূতকরণ, বা অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটেড অর্থায়ন করে।
৪. **প্রশাসনিক দক্ষতা** : সমন্বয়কারী ব্যাংক প্রশাসনিক কাজগুলি পরিচালনা করে যোগাযোগ সহজতর করে এবং সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করে।
৫. **ঋণদাতাদের জন্য বৈচিত্র্য** : অংশগ্রহণকারী ঋণদাতারা বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিও থেকে উপকৃত হয় এবং একক ঋণগ্রহীতার কাছে স্বতন্ত্র এক্সপোজার হ্রাস করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাড়ায়।
৬. **শর্তাবলী** : সুদের হার এবং শর্তাবলী একটি সিন্ডিকেশন চুক্তিতে বর্ণিত আছে যা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য একটি স্পষ্ট কাঠামো প্রদান করে।
৭. **ঋণ পরিশোধের তদারকি** : সমন্বয়কারী ব্যাংক সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের তত্ত্বাবধান করে এবং সফলভাবে পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতার সম্মতি নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-২৮: নগদ ঋণ কী? নগদ ঋণের বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (BPE-98th)

নগদ ঋণ একটি স্বল্পমেয়াদী ঋণ যা ব্যবসাগুলিকে তাদের কার্যকরী মূলধনের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করার জন্য প্রদান করা হয়। এটি ওভারড্রাফট সুবিধার মতো, যেখানে ব্যবসা একটি পূর্বনির্ধারিত সীমা পর্যন্ত তহবিল উত্তোলন করতে পারে। নগদ ঋণের প্রধান সুবিধা হলো এর নমনীয়তা; ব্যবসা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা উত্তোলন করতে পারে এবং শুধুমাত্র ব্যবহৃত পরিমাণের উপর সুদ প্রদান করতে হয়, সম্পূর্ণ ঋণ সীমার উপর নয়।

MetaMentor Center

উদাহরণস্বরূপ, একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নগদ ঋণের সীমা $100,000 হতে পারে। যদি প্রতিষ্ঠানটি কাঁচামাল কিনতে $40,000 উত্তোলন করে, তবে এটি শুধুমাত্র সেই $40,000 এর উপর সুদ প্রদান করবে। প্রতিষ্ঠানটি পণ্য বিক্রি করে আয় হিসাবে জমা দেওয়ার পর, এটি আবার ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য $100,000 সীমা পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারবে। এটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যকরভাবে নগদ প্রবাহ পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

নগদ ঋণের বিভিন্ন পদ্ধতি:

১. **হাইপোথেকেশন (Hypothecation):** ঋণগ্রহীতা তার ইনভেন্টরি (পণ্য) জামানত হিসাবে ব্যবহার করে। পণ্যগুলি ঋণগ্রহীতার কাছে থাকে, তবে ব্যাংকের এর উপর একটি দাবি থাকে।

২. **বিনিয়োগ (Pledge):** ঋণগ্রহীতা ব্যাংককে ইনভেন্টরি বা পণ্যের শারীরিক মালিকানা দেয়। ব্যাংক পণ্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করলে তা মুক্তি দেয়।

৩. **মর্টগেজ (Mortgage):** ঋণগ্রহীতা স্থাবর সম্পত্তি, যেমন সম্পত্তি, জামানত হিসাবে ব্যবহার করে। ব্যাংক ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তির উপর অধিকার রাখে।

৪. **সংক্ষেপে:** নগদ ঋণ ব্যবসাগুলিকে দৈনন্দিন খরচ পরিচালনা করতে সহায়তা করে, তাদের সম্পদের বিপরীতে সহজে তহবিলের অ্যাক্সেস প্রদান করে।

প্রশ্ন-২৯: কার্যকর ঋণ পরিকল্পনার জন্য কোন কোন বিষয়গুলো ব্যাংককে বিবেচনা করা উচিত? (BPE-98th)

কার্যকর ঋণ পরিকল্পনার জন্য, ব্যাংককে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা উচিত:

১. **গ্রাহকের ঋণ যোগ্যতা (Customer Creditworthiness):** ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা মূল্যায়ন করতে তাদের ঋণ ইতিহাস, আয় এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করুন।

২. **ঝুঁকি মূল্যায়ন (Risk Assessment):** ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত সম্ভাব্য ঝুঁকি, যেমন বাজার পরিস্থিতি এবং ঋণগ্রহীতার শিল্পের ঝুঁকি মূল্যায়ন করুন।

৩. **ঋণের উদ্দেশ্য (Purpose of Loan):** ঋণের উদ্দেশ্যটি বুঝতে হবে যাতে এটি ব্যাংকের ঋণ প্রদানের নীতি এবং ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

৪. **জামানত (Collateral):** ঋণের সুরক্ষার জন্য প্রস্তাবিত সম্পদের মূল্য এবং গুণমান নির্ধারণ করুন।

৫. **সুদের হার (Interest Rates):** ঝুঁকির স্তর প্রতিফলিত করে এবং বাজারে প্রতিযোগিতামূলক থাকার জন্য উপযুক্ত সুদের হার নির্ধারণ করুন।

৬. **নিয়ন্ত্রক সম্মতি (Regulatory Compliance):** সমস্ত ঋণ প্রদানের চর্চা ব্যাংকিং বিধি এবং নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করুন যাতে আইনি সমস্যা এড়ানো যায়।

৭. **বৈচিত্র্যকরণ (Diversification):** ঋণের ঝুঁকির কমানোর জন্য একক খাত বা ঋণগ্রহীতার উপর অত্যধিক ঋণ একত্রিত হওয়া এড়িয়ে চলুন।

এই বিষয়গুলো বিবেচনা করা একটি ব্যাংককে দায়িত্বশীলভাবে ঋণ প্রদানে এবং কার্যকরভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-৩০: আঞ্চলিক বা শাখা স্তরে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ পরিকল্পনার সাথে জড়িত প্রধান কাজগুলি কী কী?

আঞ্চলিক বা শাখা স্তরে ঋণ পরিকল্পনায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকে:

১. **নীতিমালা অনুসরণ করা (Follow Policy Guidelines):** প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক অফিস থেকে প্রদত্ত নির্দেশিকা মেনে চলা।

২. **এলাকা বিশ্লেষণ (Analyze the Area):** অঞ্চলের অর্থনৈতিক খাতগুলিকে বোঝা।

৩. **প্রধান খাতগুলি চিহ্নিত করা (Identify Major Sectors):** কৃষি, শিল্প প্রভৃতি খাতগুলির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা।

৪. **উপখাত বিভাজন (Sub-sector Division):** প্রধান খাতগুলিকে উপখাতে বিভক্ত করা (যেমন, কৃষিতে ডেইরি, পোল্ট্রি)।

৫. **ঋণগ্রহীতাদের শ্রেণীবদ্ধকরণ (Classify Borrowers):** পেশা বা খাত অনুযায়ী বিদ্যমান ঋণগ্রহীতাদের শ্রেণীবদ্ধ করা।

৬. **তহবিলের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ (Estimate Fund Needs):** বিদ্যমান ঋণগ্রহীতাদের জন্য অতিরিক্ত তহবিলের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা।

৭. **নতুন কার্যক্রম (Cover New Activities):** বর্তমান তথ্যর ভিত্তিতে নতুন কার্যক্রমে অর্থায়নের সুযোগ বিশ্লেষণ করা।

৮. **তহবিল প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন (Assess Fund Requirements):** প্রয়োজনীয় তহবিল সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করা।

৯. **ঋণযোগ্য তহবিল নির্ধারণ (Determine Loanable Funds):** প্রয়োজনে ঋণযোগ্য তহবিল নিরূপণ করা।

১০. **তহবিল বরাদ্দ (Allocate Funds):** মুনাফা এবং সামাজিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিয়ে বিভিন্ন খাত এবং গ্রাহকদের জন্য তহবিল বিতরণ করা।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-৩১: ঋণ নীতি কী? একটি ভালো ঋণ নীতির বৈশিষ্ট্য কী কী?

ঋণ নীতি হল ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্তগুলি পরিচালনার জন্য একটি নিয়ম ও বিধির সেট। এটি ঋণ ঝুঁকি কমানো, আমানতকারীদের অর্থ সুরক্ষিত রাখা, এবং ব্যাংকের টেকসই আয়ের নিশ্চয়তার জন্য তৈরি করা হয়। নীতি নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার সাথে সঙ্গতি রেখে তৈরি করা হয়।

একটি ভালো ঋণ নীতির বৈশিষ্ট্য:

১. **সম্পদের গুণমান (Asset Quality):** উচ্চ-গুণমানের সম্পদ বজায় রাখা।
২. **নিয়ন্ত্রক সম্মতি (Regulatory Compliances):** অগ্রাধিকার খাতে ঋণ প্রদান, বড় ঋণ একত্রিতকরণ, একক ঋণগ্রহীতা এক্সপোজার, ICRR, এবং CIB-এর মতো নিয়মাবলীর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।
৩. **আবেদন প্রক্রিয়া (Application Procedure):** ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া মানসম্মত করা।
৪. **মূল্যায়ন (Assessment/Evaluation):** ঋণ আবেদনগুলির মূল্যায়নের জন্য পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।
৫. **ঋণের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি (Loan Pricing Method):** ঋণের সুদের হার নির্ধারণের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করা।
৬. **ক্ষমতার অর্পণ (Delegation of Power):** ঋণ অনুমোদনের জন্য ক্ষমতার স্তর নির্ধারণ করা।
৭. **পুঁজির রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance of Capital):** পর্যাপ্ত মূলধন বজায় রাখা।
৮. **প্রতিবেদন নির্দেশিকা (Documentation Guidelines):** প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন নির্ধারণ করা।
৯. **পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান (Monitoring and Supervision):** নিয়মিত ঋণের উপর নজরদারি করা।
১০. **নন পারফর্মিং ঋণের ব্যবস্থাপনা (Management of Non-Performing Loans):** খারাপ ঋণগুলির কার্যকরী ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা।
১১. **আইনি পদক্ষেপ (Legal Action):** প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রশ্ন-৩২: ঋণ পরিচালনার কেন্দ্রীয় করনের ফলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?

ঋণ পরিচালনার কেন্দ্রীয় করন বেশ কয়েকটি সুবিধা প্রদান করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. **গ্রাহক সম্পর্ক উন্নয়ন (Improving Customer Relationships):** সম্পর্ক ব্যবস্থাপকরা (RMs) গ্রাহক সম্পর্ক তৈরি ও শক্তিশালী করার দিকে বেশি মনোনিবেশ করতে পারেন, কারণ প্রশাসনিক কাজগুলো প্রধান কার্যালয় দ্বারা পরিচালিত হয়।
২. **যোগাযোগের উন্নতি (Better Communication):** ঋণ সম্পর্কিত সকল যোগাযোগের জন্য একটি একক যোগাযোগের পয়েন্ট থাকে, যা স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
৩. **মূল দক্ষতার বিকাশ (Developing Core Skills):** একটি কেন্দ্রীয় ঋণ ব্যবস্থাপনা বিভাগ দ্রুত দক্ষতা উন্নয়ন করতে পারে, যা ত্রুটি এবং অসতর্কতা কমায়।
৪. **ঋণের ঝুঁকি হ্রাস (Reducing Credit Risk):** ঋণ পরিচালনার কেন্দ্রীয় করনের ফলে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
৫. **দক্ষতা বৃদ্ধি (Increasing Efficiency):** পর্যালোচনাকারীর কাছে সরাসরি সীমাবদ্ধ হস্তান্তর করে, যা নমনীয়তার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অনুমোদন প্রক্রিয়া আরও কার্যকরী করে, যেখানে পর্যালোচনাকারী এবং অনুমোদনকারী একই অফিসে থাকে।
৬. **প্রযুক্তি গ্রহণ বৃদ্ধি (Enhancing Technology Adoption):**একটি একক প্রশাসনিক দলের সাথে প্রশিক্ষণ এবং প্রক্রিয়া পরিবর্তন পরিচালনা করা সহজ হয়।
৭. **ঋণগ্রহীতা নির্বাচন ঐক্যবদ্ধকরণ (Uniform Borrower Selection):** কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিরপেক্ষ ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-৩৩: ব্যাংকগুলির প্রদত্ত বিভিন্ন অর্থায়ন ঋণ সুবিধার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

ব্যাংকগুলি বিভিন্ন অর্থায়ন ঋণ সুবিধা প্রদান করে, প্রতিটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সহ:

১. **ওভারড্রাফট (Overdraft):** নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত উত্তলোন, চলতি মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়, নিয়মিত নগদ প্রবাহ থেকে পরিশোধিত, চলমান, বার্ষিক পুনর্মূল্যায়ন হয়।

২. **সময় ঋণ (১ বছরের মধ্যে) (Time Loan up to 1 year):** স্বল্পমেয়াদী, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যেমন অতিরিক্ত মজুদ বা মৌসুমী চাহিদা, এককালীন বা কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য, বার্ষিক নবায়নযোগ্য।

৩. **মেয়াদী ঋণ (১ বছরের বেশি) (Term Loan more than 1 year):** স্থায়ী বিনিয়োগের জন্য যেমন যন্ত্রপাতি বা নির্মাণ, একটি পরিশোধের সময়সূচী থাকে, প্রায়শই মাসিক বা ত্রৈমাসিক।

৪. **এলসির অধীনে বিল (Bills under LC):** আমদানি অর্থ প্রদানের জন্য অগ্রিম, আমদানি এলসি নথির জন্য ঋণ বিতরণ করা হয়, নগদ বা অন্যান্য ঋণের মাধ্যমে লিকুইডেট করা হয়।

৫. **ট্রাস্ট রসিদ (Trust Receipt): এটি** আমদানির পরবর্তী অর্থায়ন, আমদানি নথি অবসরকালের জন্য বিতরণ, বিক্রয় আয়ের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়, সাধারণত ১৮০ দিন পর্যন্ত মেয়াদ **এর জন্য হয়**।

৬. **প্যাকিং ঋণ (Packing Credit): এটি** রপ্তানিকারকদের জন্য ঋণ, রপ্তানি চুক্তির উপর ভিত্তি করে **দেওয়া হয়**, স্বল্পমেয়াদী, রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়, ১৮০ দিনের বেশি নয়, ঘূর্ণায়মান সীমা অনুমোদিত।

প্রশ্ন-৩৪: ব্যাংকগুলির প্রদত্ত ভোক্তা ঋণের বৈশিষ্ট্যগুলি কী এবং সেগুলির সাধারণ উদ্দেশ্য এবং পরিশোধের শর্তাবলী কী কী?

ব্যাংকগুলি বিভিন্ন ভোক্তা ঋণ প্রদান করে, প্রতিটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এবং ভিন্ন পরিশোধের শর্তাবলী সহ:

১. **ব্যক্তিগত ঋণ (Personal Loan):** এই ঋণ ব্যবহার করা হয় গৃহস্থালী সামগ্রী, বিবাহ, চিকিৎসা খরচ, ভ্রমণ, উৎসব, সংস্কার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদার জন্য। সর্বাধিক মেয়াদ ৬০ মাস, মাসিক কিস্তিতে (EMI) পরিশোধ করা হয়।

২. **অটো ঋণ (Auto Loan):** পারিবারিক ব্যবহারের জন্য নতুন বা পুনঃসংস্কারিত গাড়ি কেনার জন্য। সর্বাধিক মেয়াদ ৬০ মাস, EMI এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

৩. **গৃহঋণ (Home Loan):** বাড়ি কেনা বা সংস্কারের জন্য, নির্মাণ সম্পূর্ণ করা বা অন্যান্য ব্যাংক থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। সর্বাধিক মেয়াদ ২০ বছর, EMI এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

৪. **নিরাপদ ওভারড্রাফট (Secured Overdraft):** আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য, ঘূর্ণায়মান সুবিধা সহ, কোন নির্দিষ্ট পরিশোধের সময়সূচী নেই।

৫. **নিরাপদ সময় ঋণ (Secured Time Loan:** আর্থিক প্রয়োজনের জন্য ঘূর্ণায়মান সুবিধা সহ **এ ঋণ দেওয়া হয়**।

৬. **নিরাপদ মেয়াদী ঋণ (Secured Term Loan):** আর্থিক চাহিদার জন্য সর্বাধিক মেয়াদ ৩ বছর, EMI এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

প্রশ্ন-৩৫: ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ পণ্য আলোচনা করুন।

ইসলামী ব্যাংকিং বিভিন্ন শরিয়া-সম্মত বিনিয়োগ পণ্য প্রদান করে:

১. **মুরাবাহা (Bai-Murabaha):** একটি খরচ-যোগ বিক্রয় পদ্ধতি যেখানে ব্যাংক একটি আইটেম কিনে এবং গ্রাহকের কাছে লাভ সহ বিক্রি করে, কিস্তিতে পরিশোধের মাধ্যমে।

২. **বাই-মুয়াজ্জাল (Bai-Muajjal):** আগাম পণ্য ক্রয়ের জন্য স্থগিত অর্থপ্রদান অনুমোদন করে, একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ তারিখে এককালীন পরিশোধ সহ।

৩. **বাই-মুয়াজ্জাল (TR) (Bai-Muajjal TR):** বাই-মুয়াজ্জালের মতো কিন্তু বিশেষভাবে আমদানিকৃত পণ্যের জন্য, গ্রাহক সম্পূর্ণ অর্থপ্রদান করার পূর্বে পণ্য ব্যবহার করতে পারেন।

৪. **শিরকাতুল মেল্কের অধীনে হায়ার-পারচেজ (HPSM) (Hire-Purchase under Shirkatul Melk):** সহ-মালিকানা যেখানে ব্যাংক এবং গ্রাহক যৌথভাবে একটি সম্পদ ক্রয় করে, গ্রাহক ধীরে ধীরে ব্যাংকের অংশ কিনে নেয়।

৫. **মুদারাবা পোস্ট-ইমপোর্ট (MPI) (Mudaraba Post-Import):** আমদানির পরবর্তী অর্থায়নের জন্য অংশীদারিত্ব, যেখানে ব্যাংক আমদানি করা পণ্যের ব্যবসায়িক পুঁজি প্রদান করে এবং লাভ ভাগ

৬. **এমটিডিআর (Quard Against MTDR):** একটি নির্দিষ্ট আমানতের মাধ্যমে নিরাপত্তা পাওয়া ঋণ, যা গ্রাহকদের তাদের আমানতকৃত তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করতে দেয় এবং হালাল আয় অর্জন করে। এই পণ্যগুলি ইসলামী নীতিগুলিকে মেনে চলে, সুদ এড়িয়ে এবং সঠিক লাভ ভাগাভাগির মাধ্যমে।

MetaMentor Center

- **Chapter End**
- **For order visit: www.metamentorcenter.com or**
- **SMS WhatsApp: 01917298482**